শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ইনস্টিটিউট (হাই স্কুল)

বিষয় : ইতিহাস

শ্রেণি : অষ্টম

জাতীয়তাবাদের প্রাথমিক বিকাশ

উপএকক : সভাসমিতির যুগ

ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বেশ কিছু সভাসমিতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। নিচে এই সমস্ত সভাসমিতিগুলি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

সভাসমিতির যুগ : ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিশেষত ১৮৫৮ খ্রিঃ থেকে ১৮৮৫ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়কালে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে একাধিক সভাসমিতি গড়ে ওঠায় ঐতিহাসিক অনীল শীল এই সময়কালকে সভাসমিতির যুগ বলে অভিহিত করেছেন। এই সময়কালই ছিল ভারতে জাতীয়তাবাদের উন্মেষের প্রাথমিক পর্ব।

বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা (১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দ) :

- প্রতিষ্ঠাতা : কালীনাথ রায়চৌধুরি, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর
- প্রথম সভাপতি : গৌরিশঙ্কর ভট্টাচার্য
- প্রথম সম্পাদক : দুর্গাপ্রসাদ তর্কপঞ্চানন
- কর্মসূচী : ১৮২৮ খ্রিঃ আইনের দ্বারা নিষ্কর জমির উপর আরোপিত করে প্রতিবাদ
- বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা ছিল ভারতের প্রথম জাতীয়তাবাদী সংগঠন।

জমিদার সভা (১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দ) :

- উদ্যোগ : দ্বারকানাথ ঠাকুর
- প্রথম সভাপতি : রাজা রাধাকান্ত দেব
- প্রথম সম্পাদক : প্রসন্নকুমার ঠাকুর
- উদ্দেশ্য :
- বাংলা বিহার উড়িষ্যার জমিদারদের স্বার্থ রক্ষা করা।
- ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রকে জমিদারদের সপক্ষে আনা।
- ভারতের সর্বত্র চিরস্থায়ী ব্যবস্থার প্রসার ঘটানো।
- জমিদার সভাকে ভারতের প্রথম রাজনৈতিক সংগঠন হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

হিন্দুমেলা (১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দ) :

- প্রতিষ্ঠাতা : নবগোপাল মিত্র
- প্রথম সম্পাদক : জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঠাকুর
- উদ্দেশ্য :
- শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে হিন্দুধর্মের গৌরবগাথার প্রচার করা।
- দেশীয়ভাষার চর্চা
- জাতীয় প্রতীকগুলিকে মর্যাদা দান

ইন্ডিয়ান লিগ (১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দ) :

- প্রতিষ্ঠাতা : শিশির কুমার ঘোষ

থিওস্যফিক্যাল সোসাইটি :

- প্রতিষ্ঠাতা : কর্নেল অলকট ও মাদাম ব্লাভাটস্কি

ভারত সভা (১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দ) :

- প্রতিষ্ঠাতা : সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী
- উদ্দেশ্য :
  - দেশে জনমত গঠন করা
  - রাজনৈতিক স্বার্থে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের ঐক্যবদ্ধ করা।
  - হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে মৈত্রীর প্রসার ঘটানো।
  - রাজনৈতিক আন্দোলনে অশিক্ষিত জনগণের যোগদানের ব্যবস্থা করা।
- কর্মসূচী : আই সি এস পরীক্ষার্থীদের বয়স সীমা কমানোর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা।
  - দেশিয় ভাষা সংবাদপত্র আইন ও অস্ত্র আইন বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা
  - ইলবার্ট বিলের সমর্থনে জনমত গঠন করা।

নাট্যাভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন : ১৮৭৬ খ্রিঃ লর্ড নর্থব্রুকের শাসনকালে নাট্যাভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন প্রবর্তিত হয়। নাটকের মাধ্যমে ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাবে প্রচার বন্ধ করার উদ্দেশ্যেই এই আইন প্রবর্তন করা হয়।

দেশীয়ভাষা সংবাদ পত্র আইন : সাম্রাজ্যবাদী গভর্নর জেনারেল লর্ড লিটন দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত পত্রপত্রিকা গুলির কণ্ঠরোধ করার উদ্দেশ্যে ১৮৭৮ খ্রীঃ ১৪ই মার্চ দেশীয়ভাষা সংবাদপত্র আইন বা ভার্ণাকুলার প্রেস অ্যাক্ট জারী করেন। এই আইনে বলা হয় যে,

- (ক) সরকারবিরোধী কোন সংবাদ বা রচনা প্রকাশ করলে ওই পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক শাস্তি পাবেন। এব্যাপারে বিচারবিভাগে কোন অভিযোগ করা যাবে না।

- (খ) সংবাদপত্র প্রকাশের জন্য সরকারের কাছে অর্থ জমা রাখতে বলা হয়। এছাড়া আরও বলা হয় যে, সরকারী বিরোধী মন্তব্য ছাপা হলে এই অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে।

- (গ) কোন সরকারী কর্মচারী বিশেষ অনুমতি ছাড়া সংবাদ পত্র সম্পাদনা করতে পারবেন না।

দেশীয়ভাষা সংবাদ পত্র আইন বা ভার্ণাকুলার প্রেস অ্যাক্ট জারী হলে সোমপ্রকাশ, সহচর প্রভৃতি বহু জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায় এবং এই কালাকানুন থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য শিশিরকুমার ঘোষ সম্পাদিত অমৃতবাজার পত্রিকা শুধুমাত্র ইংরাজী ভাষায় প্রকাশ হতে থাকে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতাহরণের এই প্রয়াসকে অনেকে শ্বাসরোধকারী আইন বলে নিন্দা করেন। শেষ পর্যন্ত ১৮৮১ খ্রীঃ লর্ড রিপন এই আইনটি প্রত্যাহার করে নেন।

ইলবার্ট বিল : লর্ড লিটনের পরবর্তী বড়লার্ট লর্ড রিপন ছিলেন উদারনৈতিক মনোভাবাপন্ন। তিনি বিভিন্ন ধরনের সংস্কারমূলক কাজে মনোনিবেশ করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি প্রচলিত বিচার ব্যবস্থায় একটি বৈষম্যমূলক নীতি বাতিল করতে উদ্যোগী হন। ১৮৭৩ খ্রিঃ ফৌজদারি আইন অনুসারে কোন ভারতীয় ম্যাজিস্ট্রেট ইউরোপীয়দের বিচার করতে পারতেন না। এই বৈষম্য দূর করার জন্য লর্ড রিপন তাঁর আইন পরিষদের সদস্য মি. ইলবার্টকে একটি নতুন আইনের খসড়া রচনা করার নির্দেশ দেন। এই নির্দেশ আনুসারে ইলবার্ট ভারতীয় ও ইউরোপীয় বিচারকদের সমান ক্ষমতা দিয়ে আইনের যে খসড়া রচনা করেন তা ইলবার্ট বিল (১৮৮৩ খ্রিঃ) নামে পরিচিত।

- ইলবার্ট বিল বিরোধী আন্দোলন - ইলবার্ট বিলের খসড়া প্রকাসিত হলে ভারতবিদ্বেষী ইউরপীয় সমাজে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি হয়। তাঁরা ডিফেন্স অ্যাসোসিয়েশন গঠন করে এই বিলের বিরোধিতা করতে থাকে। অন্যদিকে শিক্ষিত

ভারতবাসী ইলবার্ট বিলের সমর্থনে জনমত গড়ে তুলতে প্রয়াসী হয়। সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে ভারতসভা ইলবার্ট বিলের সপক্ষে জনসমাবেশ করে। তবে শেষ পর্যন্ত ইউরোপীয়দের সংঘবদ্ধ আন্দোলনের কাছে নতি স্বীকার করে লর্ড রিপন ইলবার্ট বিল সংশোধন করতে বাধ্য হন। ফলে ইলবার্ট বিলের প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়।

- গুরুত্ব - ইলবার্ট বিল আন্দোলন ছিল যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। কারণ -
  - (ক) এই আন্দলনের ফলে ব্রিটিশদের তীব্র ভারত বিদ্বেষ ও বৈষম্যমূলক মনোভাব প্রকাশ পায়।
  - (খ) ইউরোপীয়দের সংঘবদ্ধ আন্দোলনের অভিজ্ঞতা থেকে ভারতীয় নেতারা উপলব্দি করেন যে সংঘবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলতে না পারলে কোন দাবী আদায় করা সম্ভব নয়।

প্রথম সর্বভারতীয় সম্মেলন : ১৮৮৩ খ্রিঃ কলকাতার টাউন হলে রামতনু লাহিড়ীর সভাপতিত্বে প্রথম সর্বভারতীয় সম্মেলন আহ্বান করা হয়।

HOME WORK

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির একটি বা দুটি শব্দে উত্তর দাও :

১. জমিদার সভা কবে প্রতিষ্ঠিত হয় ?
২. ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন কবে, কারা প্রতিষ্ঠা করেন ?
৩. প্রথম সর্বভারতীয় জাতীয় সম্মেলন কবে, কোথায় বসেছিল ?
৪. প্রথম সর্বভারতীয় জাতীয় সম্মেলনের সভাপতি কে ছিলেন ?
৫. নাট্যাভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন কবে, কার শাসনকালে পাশ হয় ?

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির দুটি অথবা তিনটি বাক্যে উত্তর দাও :

১. সভা সমিতির যুগ বলতে কী বোঝ ?
২. সভা সমিতির যুগের দুটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো।
৩. দেশীয় ভাষা সংবাদপত্র আইন বলতে কি বোঝ ?

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির সাত-আটটি বাক্যে উত্তর দাও :

১. টীকা লেখ : ইলবার্ট বিল।

*** [অধ্যায়টি বুঝতে কোনো অসুবিধা হলে comment box করে নিজের নাম, শ্রেণি, বিভাগ, ক্রমিক সংখ্যা ও ফোন নম্বরসহ লিখে পাঠাও। বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে ফোনের মাধ্যমে সরাসরি তোমাদের সাথে যোগাযোগ করা হবে।]